জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – অক্টোবর /০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘ সম্মেলন শেষে যুব নেতৃবৃন্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত
* জাতিসংঘ সুনামি পুনরুদ্ধার দুত পুনরুদ্ধার অগ্রগতি প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন
* বাংলাদেশে শান্তিপুর্ণ নির্বাচনের জন্য মহাসচিবের আহবান
* শ্রীলঙ্কায় সংঘাত নতুন করে শুরু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট: ইউনিসেফ প্রতিবেদন
* লেবানন : ইসরাইলি চূড়ান্ত প্রত্যাহার বিষয়ে জাতিসংঘ কমান্ডারের ফলপ্রসু বৈঠক

জাতিসংঘ সম্মেলন শেষে যুব নেতৃবৃন্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত

৩১ অক্টোবর– ঐতিহাসিক বিশ্ব যুব নেতৃত্ব সম্মেলন শেষে জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্য দেশ থেকে আসা শত শত তরুণ-তরুণী দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দুরীকরণসহ একগুচ্ছ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে তিন দিনের এই আলোচনা, বিতর্ক, কনসার্ট ও সেমিনারে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) সর্বোৎকৃষ্টভাবে অর্জনের উপায়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। বিশেষত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য এই বিশ্ব সংগ্রামে তরুণ জনগোষ্ঠীকে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
খেলাধুলার মাধ্যমে উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা অ্যাডলফ ওজি বলেন, খেলাধুলা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে এবং আমি আশা করি আপনারা সকলেই এ মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করবেন। এমডিজি হল কিছু উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য যা ২০০০ সালে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে নির্ধারণ করা হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র, ক্ষুধা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন তরুণ ও একজন তরুণী এতে অংশগ্রহণ করে এবং তারা এখন থেকে তাদের দেশে এসব লক্ষ্যের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে।
সম্মেলনের ঘোষণায় সরকারসমুহের প্রতি সঠিক সময়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার পুরণ করার জন্য আহবান জানানো হয়। অতিথিরা জানায় কয়েক দিনের মধ্যেই সম্মেলনের ঘোষণাটি প্রকাশ করা হবে।

উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক জাতিসংঘের নিউ ইয়র্ক দপ্তর এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এ দপ্তরের পরিচালক ডিব্রিল ডিয়ালো এ অনুষ্ঠান আয়োজনে বেসরকারি খাতের সহায়তার কথা উলে-খ্য করেন এবং একই সাথে উন্নয়ন বার্তাকে পৌঁছে দিতে তরুণ নেতৃবৃন্দ এখন থেকে যে ভুমিকা পালন করবে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব ডিয়ালো বলেন, তরুণ মুখপাত্র হিসেবে অতিথিবৃন্দ তাদের দেশের অন্যান্য তরুণ-তরুণী, সাধারণ জনগণ ও বেসরকারি খাতের সহযোগীদের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের প্রচেষ্টাকে আরো তরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। অতিথীবৃন্দ পরবর্তী তিনদিন এইচআইভি/এইডস্ ও ম্যালেরিয়া, জ্ঞানের আদান-প্রদান, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও আরো অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ক ইস্যু নিয়ে আলোচনার পুর্বে রবিবার মহাসচিব কফি আনান বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে এ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

জাতিসংঘ সুনামি পুনরুদ্ধার দুত পুনরুদ্ধার অগ্রগতি প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন

৩১ অক্টোবর– সুনামি পুনরুদ্ধার বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দুত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আজ নিউ ইয়র্কে দুটি বৈঠকে যোগদান করবেন। এর মধ্যে একটি বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) পুনরুদ্ধার কাজ প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর বেশ কয়েকটি রিপোর্ট উপস্থাপন করবে।

দ্বিতীয় বৈঠকে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ২০০৪ সালে সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত এশীয় অঞ্চলের উপকূলীয় ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে প্রধান উদ্যোগ গ্রহনের বিষয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখবেন। উলে-খ্য, সুনামিতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং এশিয়ার ১২টির বেশি দেশে আঘাত হানে।

সুনামি পুনরুদ্ধার বিষয়ক গে-াবাল কনসোর্টিয়ামের এক বৈঠকে গত এপ্রিলের বক্তৃতায় জনাব ক্লিনটন বলেন, পুনরুদ্ধার তৎপরতা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ের মোকাবেলা করছে, কারণ সরকারগুলো দীর্ঘতর মেয়াদি পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করছে।

তিনি আরো বলেন, উলে-খ করার মত যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, যেমন, স্কুল ও বাড়ি নির্মিত হয়েছে এবং পর্যটক উপস্থিতি আগের মত হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও আমরা বিশাল হুমকির সম্মুখীন, যেমন, বাস্তুচ্যুৎ লোকদের আবাসন প্রয়োজন মেটানো, বনভূমিকে বিপন্ন না করে কাঠ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং মালদ্বীপে অবশিষ্ট ১ কোটি ডলার তহবিল ঘাটতি পুরণ।

বাংলাদেশে শান্তিপুর্ণ নির্বাচনের জন্য মহাসচিবের আহবান

৩০ অক্টোবর- বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান আজ দেশটির বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি “সমগ্র জাতির কল্যাণে ও গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একযোগে কাজ করে যেতে” আহবান জানান ।

মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, তিনি আস্থাশীল যে রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহম্মেদের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টা বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল দেবে।

রাষ্ট্রপতি আহম্মেদ সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এর অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জানুয়ারিতে দেশটিতে নির্বাচন হওয়ার কথা।

শ্রীলঙ্কায় সংঘাত নতুন করে শুরু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট: ইউনিসেফ প্রতিবেদন

২৭ অক্টোবর- জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সর্বশেষ সংবাদে বলা হয়, ৬ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত জাফনা উপদ্বীপের অধিবাসীরা সম্প্রতি তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে নতুন করে সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের মধ্যে পড়েছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহু দশকের সংঘাতে কারণে দ্বীপটি ইতিমধ্যেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

ওই এলাকা থেকে প্রাপ্ত এক প্রতিবেদনে ইউনিসেফ জানায়, অনেক মানুষেরই কোন কাজকর্ম নেই এবং জাফনার সাথে যোগাযোগ এখন আকাশ ও সমুদ্র পথেই সীমাবদ্ধ। শহরে খাবারের দোকানগুলোর বাইরে মানুষের সারি দেখা যাচ্ছে। যদিও সরকার জাহাজে করে খাদ্য আনা অব্যাহত রেখেছে এবং রেশন ব্যবস্থা চালু করেছে। প্রায় প্রত্যেকেই আটা, চাল, চিনি ও ডালের ঘাটতির কথা বলেছে। কালো বাজারে চিনি ও পেট্রল স্বাভাবিকের চেয়ে চারগুন বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

ইউনিসেফ আরো জানায়, তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতে উপদ্বীপের প্রায় ৫০ হাজারের অধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের অধিকাংশই আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্যরা সাময়িক আবাসন কেন্দ্রগুলোতে ভিড় জমিয়েছে।

সংস্থাটি জায়াপিরিয়া জায়ারাতনাম নামক ১০ বছরের একটি শিশুর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে । জায়াপিরিয়া জায়ারাতনাম জানায়, তাদের গ্রামে একটি বোমা পড়ে ও সে পায়ে আঘাত পায়। সে বলে, সে অনেক যুদ্ধ দেখেছে। সে রাতে শব্দ শুনে ভয় পায়। তার মনে হয় এখনই এখানে একটি বোমা পড়বে এবং সে যখন রেডিওতে যুদ্ধের কথা শোনে তখন ভয় পায়।

তার মা মেরি অ্যাঞ্জেলিনা জানায়, যখন বোমা ফেলা শুরু হয় তখন তারা চার্চে গিয়ে ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে নিজেও আহত হয়। তাদের পরিবারটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আমরা সবকিছু হারিয়েছি, এমনকি আমাদের জামা-কাপড়ও'।

জায়াপিরিয়া এখন "আওয়ার লেডি অফ রিফিউজি"-এ অন্যান্য শিশুদের সাথে সময় কাটাচ্ছে। সে এখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে এবং যুদ্ধের কারণে পরীক্ষা দিতে না পারায় হতাশ। জায়াপিরিয়ার মত শিশুরা স্কুলে ভর্তির জন্য নাম নিবন্ধন করছে এবং শীঘ্রই পড়াশুনা শুরু হবে বলে আশা করছে।

ইউনিসেফ চার্চ ও অন্যান্য কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলোকে সহায়তা করছে, সেখানে শিশুদের জন্য খেলার জায়গা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার ও সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ করে চলেছে।

জাফনা শহরের উত্তর-পূর্বাংশের কারাভেদি অঞ্চলে ৭ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তাদের দুই তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা পূর্ব দিকের যুদ্ধের কারণে পালিয়ে এসেছে। একটি ছোট্ট গ্রামে চারটি পরিবার তাদের ১১ জন শিশু নিয়ে একসাথে একতলা বাড়িতে বসবাস করছে।

বাড়ির মালিক জানান, খাদ্যই এখানে প্রধান সমস্যা। এখানে পর্যাপ্ত আটা ও চাল নেই, তবুও সমস্যা সমাধানের আগ পর্যন্ত সবাই এখানে অবস্থান করবে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে পরিবারগুলো তাদের গ্রামে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছে।

লেবানন : ইসরাইলি চূড়ান্ত প্রত্যাহার বিষয়ে জাতিসংঘ কমান্ডারের ফলপ্রসূ বৈঠক

২৬ অক্টোবর- লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান আজ উর্ধ্বতন লেবাননি ও ইসরাইলি কর্মকর্তাদের সাথে আরো 'ফলপ্রসূ' বৈঠক করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, এই গ্রীষ্মে হিজবুল-াহর সাথে যুদ্ধে ইসরাইল লেবাননের দক্ষিণে যে অংশ দখল করে নিয়েছে সেখান থেকে ইসরাইলের দ্রুত প্রত্যাহার নিশ্চিত করা।

মিশন এক বিবৃতিতে জানায়, গাজার অধিবাসীদের সম্পর্কে ছোটখাটো প্রশাসনিক বিষয়াদি এখনো ঝুলে আছে। ইউনিফিল (লেবাননে জাতিসংঘ মধ্যবর্তী বাহিনী) আশা করছে আগামী সপ্তাহের শুরুতে পরবর্তী বৈঠকে এসব বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে।

গাজার হল দু'পক্ষকে বিভক্তকারী রেখার মধ্যে অবস্থিত একটি গ্রাম। গত অক্টোবরের ১ তারিখ ইসরাইল অন্য সকল অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার পর এটিই একমাত্র চৌকি যেটা ইসরাইল এখনও দখল করে আছে।

বৈঠকের পর ইউনিফিলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জয় প্রকাশ নেহরা বলেন, বৈঠক ফলপ্রসূ ছিল, আর আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহারের পর গাজার জন্য বন্দোবস্ত চূড়ান্তকরণ।

জাতিসংঘ প্রস্তাব ১৭০১-এর একটি প্রধান ধারা হল লেবানান থেকে ইসরাইলি বাহিনীর পূর্ণ প্রত্যাহার এবং সেই সাথে ওই এলাকায় লেবাননি বাহিনী মোতায়েন। আগস্ট মাসে ৩৪ দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। প্রস্তাবে ইউনিফিলকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ সৈন্য মোতায়েনের ক্ষমতা দেওয়া হয়, যদিও গত সপ্তাহে ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল অ্যালাইন পেলেগ্রিনি বলেন তার মতে ১০,০০০ সৈন্যই যথেষ্ট। বর্তমানে ৭,২০০ সৈন্য নিয়োজিত আছে। বাহিনীর নৌ শাখা এ মাসের শুরু থেকে কাজ শুরু করে। তারা অস্ত্র পাচার রোধে লেবাননের জলসীমা ও উপকূল পাহারা দেবে।

** ** **